বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

৩/৪ বছর বয়সের শিশুদের জন্য আল্লাহ, আখেরাত ও নবী-রাসুলদের পরিচয় (মৌখিক)

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি

অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মদ (স:) আল্লাহর রাসূল

আল্লাহর পরিচয়:

সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

বলঃ তিনিই আল্লাহ, একক/অদ্বিতীয়।

اللَّهُ الصَّمَدُ

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয় নাই

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই।

কমপক্ষে দুই সপ্তাহ যাবৎ শিশুদেরকে কলেমা ও সূরা ইখলাস শেখাতে হবে।

আয়াতুল কুরসী

اللهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ

আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ (উপাস্য) নাই.

اَلْحَـىُّ الْقَيُّوْمُ

তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারণ

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

তাঁকে তন্দ্রা এবং নিদ্রা স্পর্শ করে না

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আকাশ পৃথিবী যা কিছু আছে সমস্ত তারই

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

কে সে, যে তার অনুমতি ব্যাতিত তার নিকট সুপারিশ করবে?

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তাদের ও পিছনে যা আছে তা তিনি জানেন

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ

যা তিনি ইচ্ছা করে তা দ্বারা, তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

তার কুর্সি আসমান সমূহ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে আছে

وَلَا يَـــُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا

এবং এ দুটোর (আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী) রক্ষনাবেক্ষন তাকে ক্লান্ত করে না

وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

আর তিনি সুউচ্চ, মহান

কমপক্ষে তিন সপ্তাহ যাবৎ শিশুদেরকে আয়াতুল কুরসী শেখাতে হবে।

কলেমা, সূরা ইখলাস ও আয়াতুল কুরসী শিশুদেরকে মৌখিকভাবে শিখানোর জন্য যদি প্রয়োজন হয় আরও বেশি সময় নিতে হবে। শিশুদেরকে খুবই অল্প অল্প করে সহজ ভাষায় মাধমে কথাগুলো মনে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর সঠিক ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে।

১. (اللهُ) আল্লাহ

২. (الرَّحْمٰنُ) আর রহমানু অর্থ: পরম করুনাময়

আল্লাহ যখন সকল প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তখন তার সিংহাসনের উপর রক্ষিত কিতাবে তিনি লিখে নিজের কাছে রেখেছেন আমার করুনা আমার ক্রোধের উপর অধিকতর প্রভাবশালী। (বুখারী)

অন্য কাউকে পরমকরুনাময়/করুনাময় বলা যাবে না। বিশ্বাস করে বললে শিরক হবে।
মানুষের কারো নাম "আর রাহমান" বলা বা রাখা যাবে না। এটা ভালো কাজ নয়। কাউকে "রহমান" বলে ডাকা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। বলতে হবে আব্দুর রহমান" পরম করুনাময় আল্লাহর দাস।

৩. (الرَّحِيمُ) আর রহিমু অর্থ: পরম দয়াময়

কাউকে নাম ধরে ডাকতে হবে "রহিম" বলে ডাকা উচিত নয়। ডাকতে হবে "আব্দুর রহিম" অর্থাৎ পরম দয়াময় আল্লাহর বান্দাহ বা দাস।

৪. (اَلْمَلِكُ) আল মালিকু অর্থ: রাজা, রাজাধিরাজ

যে রাজার কাছে ভিখারি রাজা মাগিব তাহার কাছে শিশুর নাম "আব্দুল মালিক" রাখা যেতে পারে। এবং এই নামেও ডাকা উচিত। "আব্দুল মালিক" অর্থ মালিকের (আল্লাহর) বান্দাহ বা দাস।

এক ভিখারি মসজিদের পার্শ্বে ভিক্ষা করত। এক লোক ভিখারিকে পরামর্শ দিলো, এই মসজিদে রাজা সালাত আদায় করতে আসেন। তুমি তার কাছে চাইলে সে তোমাকে এত দান করবেন যে তোমার জীবন আর ভিক্ষা করা লাগবে না। সালাত শেষে ভিখারি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলো, কখন রাজা বের হবেন। রাজা মসজিদে সালাত শেষে দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে গেলো। ভিখারির মনে হলো রাজা আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাচ্ছেন। রাজা মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসলেন। রাজা ভিখারিকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি আমাকে কিছু বলবে, আমার কাছে কি কিছু চাচ্ছ? ভিখারি বললো, চাইতে এসেছিলাম। এখন আর কিছু চাইবো না। যে রাজার কাছে রাজাই ভিখারি, তার কাছেই চাইবে. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাইব।

৫. (اَلْقُدُّوسُ) আলকুদ্দুস অর্থ: যিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র

৬. (اَلسَّلَامُ) আস সালামু অর্থ: একমাত্র শান্তি দানকারী

৭. (اَلْمُؤْمِنُ) আল মুমিনু অর্থ: একমাত্র নিরাপত্তা দান কারী

৮. (اَلْمُهَيْمِنُ) আল মুহাইমিনু অর্থ: একমাত্র রক্ষক

৯. (اَلْعَزِيْزُ) আল আজিজু অর্থ: একমাত্র পরাক্রমশালী

১০. (اَلْجَبَّارُ) আল জাব্বারু অর্থ: একমাত্র প্রবল

১১. (اَلْمُتَكَبِّرُ) আল মুতাকাব্বিরু অর্থ: অতীব মহিমান্বিত

১২. (اَلْخَالِقُ) আল খালিকু অর্থ: স্বজনকর্তা

১৩. (اَلْبَارِئُ) আল কারিউ অর্থ: উদ্ভাবন করতে

১৪. (اَلْمُصَوِّرُ) আল মুচাওয়িরু অর্থ: রূপদাতা

আখেরাত

মানুষ ও জিনকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তার ইবাদাত করার জন্য। ভালো কাজ করার জন্য। মন্দ কাজ না করার জন্য। মানুষ ও জিনকে মরতে হবে। মরার পর আবার আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও জিনকে পুনরায় জীবন দান করবেন। এবং দুনিয়ার জীবনের সকল কাজের হিসাব নিবেন। ভালো কাজ করলে তাকে জান্নাত দান করবেন। সেখানে শুধু সুখ আর শান্তি। মন্দ কাজ করলে তাকে জাহান্নামের অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে কোষ আর দুঃখ। চিরকাল জান্নাতীরা জান্নাতে থাকবে। এবং চিরকাল জাহান্নামীরা জাহান্নামে বসবাস করবে।

আমরা জাহান্নামে যেতে চাই না, জান্নাতে যেতে চাই। সে জন্য আল্লাহর ইবাদত ও ভালো কাজ করতে হবে। পবিত্র কোরআনে বিচারের দিনের বিভিন্ন নাম রয়েছে।

১. (يَوْمُ الدِّيْنِ) ইয়াওমুদ্দিন

অর্থ: কর্মফল দিবস

২. (اَلْاٰخِرَةِ) আল আখিরাতে

অর্থ: আখেরাত

৩. (يَوْمُ الْقِيَامَةِ) ইয়াউমুল কিয়ামত

অর্থ: কিয়ামতের দিন

৪. (يَوْمُ الْجَامِعُ النَّاس) ইয়াউমুল জামিউল্লাস

অর্থ: মানুষকে একত্রিত করার দিন

৫. (السَّاعَةُ) আস সা'য়াতু

অর্থ: সময় (কিয়ামতের) সময়

৬. (يَوْمٌ مَجْمُوعٌ) ইয়াওমুন মাজমু'উন

অর্থ: সকলকে একত্রিত করা হবে যে দিনে

৭. (يَوْمٌ مَّشْهُودٌ) ইয়াওমুন মাশহুদুন

অর্থ: সকলকে উপস্থিত করা হবে যে দিনে

৮. (يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ) ইয়াওমুল লা বাইয়ুন ফিহি ওলা খিলালুন

অর্থ: যে দিন ক্রয় বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না (১৪:৩১)

৯. (يَوْمُ يَوْمِالْوَقْتِ الْمَعْلُوم) ইয়াওমুল ওয়াক্তিল মালুম

অর্থ: অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন

১০. (يَوْمَ الْحَسْرَةِ) ইয়াওমুল হাসরাতে

অর্থ: পরিতাপের দিন

১১. (يَوْمٌ لاَّمَرَدَّلَهُ) ইয়াওমুল লা মারদ্দা লাহু

অর্থ: যে দিনটির আগমন কেউ রুখতে পারবে না

১২. (يَوْمُ الْبَعْثِ) ইয়ামুল বা'এসে

অর্থ: পুনরুত্থান দিবস (৩০:৫৬)

১৩. (يَوْمُ الْفَتْحِ) ইয়াওমুল ফাতহে

অর্থ: ঈমানদারদের বিজয়ের দিন

১৪. (يَوْمُ الْفَصْلِ) ইয়াওমুল ফসলে

অর্থ: ফায়সালার দিন (৩৭:২১)

১৫. (يَوْمُ الحِسَابِ) ইয়াওমুল হিসাব

অর্থ: বিচারের দিন (৩৮:১৬)

১৬. (يَوْمَ التَّلَاقِ) ইয়াওমাত তালাক

অর্থ: সাক্ষাতের দিন (৪০:১৫)

১৭. (يَوْمَ الْاٰزِفَةِ) ইয়াওমুল অজিফাহ

অর্থ: আসন্ন দিন (৪০:১৮)

১৮. (يَوْمَ التَّنَادْ) ইয়াওমার তানাদ

অর্থ: আর্তনাদ দিবস (তানাদ অর্থ আহ্বান করা চিৎকার করা) (৪০:৩২)

১৯. (يَوْمَ الْجَمْعِ) ইয়াওমুল জাম'য়ে

অর্থ: একত্র করার দিবস (কেয়ামত দিবস) (৪২:৭)

২০. (يَوْمُ اَلْوَعِيْد) ইয়াওমুল ওয়া'য়িদ

অর্থ: যে দিন সম্পর্কে ভয় দেখানো হয়েছিল. (৫০:২০)

২১. (يَوْمَ الْخُلُود) ইয়াওমুল খুলুদ

অর্থ: অনন্ত জীবনের দিন (৫০:৩০)

২২. (يَوْمُ الْخُرُوج) ইয়াওমুল খুরুজ

অর্থ: কবর হতে বাহির হওয়ার দিন (৫০:৪২)

২৩. (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) ইজা ওয়াকি'য়াতিল ওয়াকি'য়াহ

অর্থ: যখন ঘটনা (কিয়ামত) সংঘটিত হবে (৫৬:১)

২৪. (يَوْمُ التَّغَابُنِ) ইয়ামুত তাগাবুন

অর্থ: হার জিতের দিন, লাভ লোকসানের দিন (৬৪:৯)

২৫. (اَلْحَآ قَّةُ) আল হাক্কাতু

অর্থ: অবশ্যই ঘটবে যে ঘটনা (৬৯:১)

২৬. (بِالقَارِعَةِ) বিলকারিয়াতি

অর্থ: মহা প্রলয় (৬৯:৪)

২৭. (يَوْمٌ عَسِيْرٌ) ইয়াওমুন আ'ছিরুন

অর্থ: কঠিন দিন. (৭৪:৯)

২৮. (اَلْيَوْمُ الْحَقُّ) আল ইয়াওমুল হাক্কু

অর্থ: এই দিনটি মহাসত্য (৭৮:৩৯)

২৯. (الطَّا مَّةُ الْكُبْرٰى) আত তোয়াম্মাতুল কুবরা

অর্থ: মহাসংকট মহা বিপর্যয় (৭৯:৩৪)

৩০. (الصَّا خَّةُ) আস সোয়াখাতু

অর্থ: কর্ণবিদারী মহানাদ, কর্ণ বিদারি মহাধ্বনি (৮০:৩৩)

৩১. (اَلْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) আল ইয়াওমিল মাও'ইয়ুদে

অর্থ: ওয়াদাকৃত দিনটি, প্রতিশ্রুত দিনটি (৮৫:২)

৩২. (الْغَ شِيَةِ) আল গাশিয়াহ

অর্থ: যাহা আচ্ছন্ন করে, আচন্নকারী, কিয়ামত সকলকেই আচ্ছন্ন করবে (৮৮:১)

বিচারের দিন, কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য শিশুদের সামনে তুলে ধরতে হবে। আশা জাগিয়ে তুলতে হবে জান্নাতের মহা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ এবং মহা আনন্দের ও সৌভাগ্যের। ভালো কাজ করো, জান্নাত লাভ কর।